জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন হবে না

জুলাই ঘোষণা, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বাদ আসর দর্শনায় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি রেলবাজার, রেলগেট, পুরাতনবাজার, থানা মোড়, ইসলামবাজার, রেলইয়ার্ড হয়ে রেলবাজারস্থ শহীদ শাহরিয়ার মুক্ত মঞ্চে গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। দর্শনা থানা আমির মাওলানা রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মো. আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মো. আব্দুল কাদের।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাজলিসুল মুফাসসিরিনের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবু জার গিফারী, অধ্যাপক খলিলুর রহমান, দর্শনা থানা নায়েবে আমির মাজহারুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, দামুড়হুদা যুব জামায়াতের সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, দর্শনা পৌর আমির মো. সাহিকুল আলম অপু, মদনা ইউনিয়ন আমির হাফেজ শহিদুল ইসলাম, কুড়ুলগাছী ইউনিয়ন আমির সদেকীন, বেগমপুর ইউনিয়ন আমির মোশারফ হোসেন, নেহালপুর ইউনিয়ন আমির লিটন মল্লিক, তিতুদহ ইউনিয়ন আমির মো. রাফিজুল ইসলাম, গড়াইটুপি ইউনিয়ন আমির মো. ইউনুচ আলীসহ সকল ইউনিয়নের সেক্রেটারি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মো. আজিজুর রহমান পিআর পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়ে বিএনপির বিরোধিতার কারণ হিসেবে ৩টি প্রধান কারণ উল্লেখ করে বলেন, পিআর বাস্তবায়ন হলে মনোনয়ন বাণিজ্য হবে না, ভোটের সময় একবার ভোটারের পা ধরলেও পরবর্তী ৫ বছর ভোটারকে ধরতে হবে এবং পেশিশক্তি প্রদর্শন করে ভোট নেয়ার সুযোগ থাকবে না। এজন্যই তারা বলে, “পিআর খায় না, গায়ে মাখে বুঝি না।” এক সময় তারা জামায়াতের দেয়া কেয়ারটেকার সরকার বুঝত না, পরে আন্দোলনের মুখে বুঝেছিল;

এবারও ইনশাল্লাহ বুঝবে।

বিক্ষোভে দর্শনা থানা সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী যোগ দেয়ায় ক্ষণিকের জন্য দর্শনা মিছিলের শহরে পরিণত হয়। পথচারীরা মন্তব্য করেন, বহু বছর পর এত বড় রাজনৈতিক মিছিল দর্শনাবাসী দেখল।

দর্শনা কেরু চিনিকল স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরুজ চিনিকল। এবার ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারকে ১৪০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়েও ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে চিনিকলটি।কেরু এ্যাড কোম্পনীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান জানান, গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর যোগদানের পর থেকেই আমি শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষকদের পাশে থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে কেরুকে লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হয়েছি। আখচাষিদের সাথে সভা- সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ কার্ অব্যাহত রেখে চলেছি। কৃষকদের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করণের পাশাপাশি যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি আগামীতেও ৯টি চিনিকলের মধ্যে দর্শনা কেরু চিনিকল লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হবো।কেরু অন্যান্য বিভাগে লাভজনক আনতে সক্ষম হয়েছি তেমনি চিনিকলকেও লাভজনক অবস্থায় আনতে সক্ষম হবো বলে আশাবাদী। এ দিকে বাংলাদেশ সরকার কৃষকদের কথা বিবেচনা করেই বারবার আখের মূল বৃদ্ধি করেছে।

চিনি কারখানার দশা যা হোক না কেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ শিল্প করপোরেশন থেকে প্রতি বছরের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা বেধে দিতে কমতি করেন না কর্তাবাবুরা। দেশের সবগুলো চিনিকল যখন

বালি পড়ে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আধুনিকায়নকৃত কারখানার পাউয়ার টার্বাইন সমস্যা জনিত কারণে তা সম্ভব হয়নি।

চিনিকল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যনুযায়ি গত মৌসুমে আখ মাড়াই করা হয়েছিলো প্রায় ৭২ হাজার মেট্রিকটন। চিনি উৎপাদন হয় ৩ হাজার ৬৮৪ মেট্রিক টন উৎপাদিত চিনির মধ্যে বিক্রি হয় ২ হাজার ৩৮২ দশমিক ৭৫ মেট্রিকটন। ফলে চিনি কারখানায়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের লোকশান হয়েছে ৬২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এ দিকে ওই অর্থ বছরে কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগে ফরেণ লিকার উৎপাদন হয়েছে ২’ লাখ ৫ হাজার ২২০ কেচ। উৎপাদিত ফরেণ লিকারের মধ্যে বিক্রি হয়েছে ২ লাখ ২ হাজার ৬৯৮ কেচ। সিএস (দেশীয় মদ) উৎপাদন হয়েছে ২৪ লাখ ৮৯ হাজার প্রুফি লিটার। বিক্রি হয়েছে ২৩ লাখ ৭৪ হাজার ৩৬০ প্রুফ লিটার। ভিনেগার উৎপাদিত হয়েছে ২১ হাজার লিটার। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ফরেণ লিকার ও দেশীয় মদ উৎপাদন বিক্রির পরিমান অনেক গুনে বেশী হলেও গত অর্থ বছরে মুনাফা অর্জনের পরিমান বেশী। নেপথ্যে রয়েছে গত অর্থ বছরের শুরুর দিকেই ফরেণ লিকার ও দেশীয় মদের মূল্য বৃদ্ধি। এ ছাড়া দেশীয় মদ বোতলজাত করণের কারণেও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন হয়েছে। অনিরিক্ষিত তথ্যনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কেরুজ ৬টি বিভাগের মধ্যে ৫টিতেঁই মুনাফা অর্জন হয়েছে। চিনি কারখানায় ৬২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লোকসান হলেও ডিস্টিলারী কমপ্লেক্স বিভাগে মুনাফা অর্জন হয়েছে ১৯০ কোটি ২৬ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। বানিজ্যিক খামারগুলো থেকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ৩৬ লাখ ৯ হাজার টাকা। আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষামূলক খামার থেকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ৩৩ লাখ ২ হাজার টাকা ও আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানায় ৭৮ লাখ ১৩ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে।

দর্শনায় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় দর্শনার কেরু’জ মন্দির পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার পূজার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি বলেন, “আমরা চাই সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গতবারের মতো এবারও দুর্গোৎসব সম্পন্ন হোক। আমাদের আনসার বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ প্রশাসনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।”

তিনি পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয়দের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার পাশাপাশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, কেরু’জ মন্দিরের সভাপতি এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় নকল সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়ার কামরুল ট্রেডার্সে অভিযান চালিয়ে নকল সার বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযান শেষে তিনি বলেন, আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সার, কীটনাশক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন দোকান তদারকি করা হয়েছে। বিক্রেতারা মূল্য তালিকা প্রদর্শন করছে কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে

দেখা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নকল সার বিক্রির অপরাধে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী কামরুল হাসানকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে সহায়তা করেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল, ক্যাবের প্রতিনিধি ও জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এর আগে কামরুল ট্রেডার্সকে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি, নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে একাধিকবার জরিমানা করেছিল সংস্থাটি।

দর্শনায় যৌথবাহিনীর অভিযানে ২৬৩ পিস ইয়াবাসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ২৬৩ পিস ইয়াবা ও এক পুরিয়া গাঁজাসহ মাহাবুব আলম পলাশ নামে একজনকে আটক করেছে।

সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে দর্শনা পৌরসভার মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক পলাশ একই এলাকার মৃত বদরুল আলমের ছেলে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সেনাবাহিনী।

বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ক্যাপ্টেন

মঞ্জুরুল রহমান মাসফি এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভার মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ।

এসময় ২৬৩ পিস ইয়াবা, এক পুরিয়া গাঁজা, গাঁজা সেবনের কলকে, চারটি গাঁজা কাটার সরঞ্জাম ও একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনসহ মাহাবুব আলম পলাশ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

আসামি পলাশকে আইনি কার্যক্রম শেষে মাদকদ্রব্যসহ ভোর ৩টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী আরও জানায়, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দর্শনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার যুবক ফিরলো পরিবারের কাছে

দর্শনায় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার সেই যুবক ইয়ামিনকে মানবিক উদ্যোগে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ইয়ামিনকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেন।

ইয়ামিনের বাবা জিলু মিয়া ও মা সাহেদা খাতুন জানান, পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ মিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইয়ামিনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর থেকে সে প্রায়ই বাড়ি থেকে চলে যেত এবং ফিরে আসতে পারত না। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর থানার চান্দুরা ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। এর আগে ৪-৫ বার

নিখোঁজ হলেও পরিবার তাকে খুঁজে ফিরিয়ে এনেছে। এবারও ২২ দিন আগে নিখোঁজ হওয়ার পর গত রবিবার দর্শনা রেলগেট এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করার সময় স্থানীয়রা তাকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ইয়ামিনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঠিকানা বলায় পুলিশ বুঝতে পারে, সে মানসিক ভারসাম্যহীন। পরে তার হাতের বাঁধন খুলে থানায় রাখে এবং খাবার দেয়।

মানবিক উদ্যোগে ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বিভিন্ন কৌশলে ইয়ামিনের কাছ থেকে অস্পষ্ট নাম–ঠিকানা জেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এভাবে ইয়ামিনের বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তারা চট্টগ্রাম থেকে মামুন পরিবহনে করে সোমবার দুপুরে দর্শনায় পৌঁছান। মামুন পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার আব্দুল আলিম তাদের থানায় নিয়ে আসেন।

ওসি শহীদ তিতুমীর ইয়ামিন ও তার বাবা-মাকে দুপুরের খাবার খাওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইয়ামিনকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেন। পরে মামুন পরিবহনের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিনা ভাড়ায় চট্টগ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করেন।

উল্লেখ্য, পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা তার টিভিএস মোটরসাইকেল (নং: চুয়াডাঙ্গা হ-১৫-৩৭০৩) চুরির চেষ্টা করার অভিযোগে ইয়ামিনকে থানায় সোপর্দ করেন। তখন ইয়ামিন নিজের পরিচয় বারবার বদলাচ্ছিল কখনো বলছিল ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিলু বা ঝিরু মিয়া, ঠিকানা কখনো চান্দুরা, কখনো ঢাকা গাজীপুর, আবার কখনো শেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে হেফাজতের প্রস্তাব দিয়েও সাড়া না পেয়ে ওসি শহীদ তিতুমীর নিজেই খোঁজ নিয়ে ইয়ামিনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশের এ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সাংবাদিকরা ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের প্রশংসা করেছেন।

দর্শনায় মোটর সাইকেল চোর সন্দেহে যুবককে গণ-পিটুনী দিয়ে থানায় সোর্পদ

দর্শনায় মোটর সাইকেল চোর সন্দেহ করে এক যুবককে গণ-পিটুনী দিয়ে দর্শনা থানায় সোর্পদ করে সাধারণ জনতা। পুলিশ ও মোটর-সাইকেল মালিক পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা জানান, সন্দেহভাজন যুবক একজন ভারসাম্যহীন।

সে দর্শনা রেলগেট নামক স্থানের পাশে টিভিএস মোটর-সাইকেল নং:- চুয়াডাঙ্গা-হ- ১৫-৩৭০৩ গাড়িতে হাত রেখে নাড়াচাড়া করছিল। এসময় মোটর-সাইকেল চোর মনে করে এলাকার লোকজন ছুটে এসে মারটিপ শুরু করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর পুলিশ তার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে ভিন্ন নাম ঠিকানা বলতে থাকে। সে বলে তার নাম ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিল্লু মিয়া আবার বলে ঝিরু মিয়া। বাড়ি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে চান্দুরা, ঢাকা গাজীপুর। আবার কখনো বলে শেরপুর। ঠিকানা ঠিকমত বলতে পারছিল না।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজ সেবা কর্মতার কাছে বলে হেফাজতে নেওয়ার কথা জানান। আজ সোমবার তাকে উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার মাধ্যমে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তাকে ঢাকা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে বলে অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান।

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যু

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে বাবুল

আক্তার (৩৭) রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। সে সেলুনের কাজ করতো। এছাড়া সে মালেশিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে অসুস্থ্যতা বোধ করলে বাড়ি চলে আসে। তার ১৪ বছর ও ৮ বছরের ২টি ছেলে আছে।

সকালে বাড়ির লোকজন তার ঘরে গিয়ে ডেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে সে রাতে ঘুমের ঘরে কোনো এক সময় মারা গেছে। এ বিষয় ৯৯৯ এ কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে। এরপর এসপি সার্কেল মোস্তাফিজুর রহমান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করেন।

এছাড়া বেলা ১টার দিকে ডিবি, পিআইবি, ডিএসবি ও পুলিশ অধিকতর তদন্ত কাজ শুরু করেন। বেলা পৌনে ৩টার দিকে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন। বাবুল আক্তারের পিতা তাজুল ইসলাম ও স্থানীয় লোকজন জানান, সে দীর্ঘদিন ধরে ডাবেটিকস-সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করে করেছেন বলে জানান, তিনি সাংবাদিকদের জানান, সে অসুস্থ্যতা জনিত কারণেই মারা গেছে।

যেহেতু ৯৯৯ নাম্বারে কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ কারণে আমরা তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে সঠিক ঘটনাটি জানা যাবে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন গহেরপুরের এক যুবক গলাই ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। সে গহেরপুর গ্রামের তপন মাঝির ছেলে প্রান্ত (১৮)। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশে বাগানে গাব গাছের সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানান, প্রান্তর মাথায় সমস্যা ছিল। দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, রাত ২টা ৩০ মিনিটের সময় ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনায় শয়নকক্ষ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বাবু (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে দর্শনা ও ঝিনাইদহ পিআইবির একটি টিম।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত বাবুল আক্তার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাবু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজ শয়নকক্ষে ঘুমাতে যান।এরপর আজ রবিবার ভোরে বাবা-মা তার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পিঠে একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এরপর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ট্রিপল নাইন (৯৯৯) ফোন করলে দর্শনা থানা পুলিশ সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এটি হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু তা এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

দর্শনা কেরু চিনিকলে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের দ্বিতীয় ধাপে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুম ২০২৫-২৬ এর উদ্বোধন ও মিল পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন।